ধ্রুবাস্মৃতি

একদিন আমাদের শ্রীশ্রীবাবার ক্রিয়াযোগ সাধনায় দীক্ষিত এক সন্তান প্রদীপভাই (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শ্রীশ্রীমাকে অখণ্ড মহাপীঠে দর্শন করতে এলেন। এই সময় অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে পুষ্করের মৌনী টাটবাবাও অবস্থান করছিলেন। শ্রীশ্রীমা প্রদীপভাইয়ের সঙ্গে বার্তালাপ করে তাকে শ্রীশ্রীটাটবাবাকেও দর্শন করতে বলেন। শ্রীমা টাটবাবাকে যখন ভোজন করাচ্ছিলেন সে সময় প্রদীপভাই শ্রীশ্রীটাটবাবাকে দর্শন করতে গেলেন। শ্রীমা ও টাটবাবার কথোপকথন শোনার পর প্রদীপভাই শ্রীমাকে বললেন, ''মা, আমি আপনাকে একটা কথা বলব।'' শ্রীশ্রীমা বললেন, ''বল''। প্রদীপভাই বললেন, ''শ্রীশ্রীবাবার হস্তাক্ষর আমার কাছে রয়েছে। একদিন শ্রীশ্রীবাবা আমায় বলেছিলেন, 'একটা জিনিষ দিচ্ছি তোমার কাছে রেখে দিও।' শ্রীশ্রীবাবা একটি কাগজে লিখে দিলেন - 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্' । আজও এই মন্ত্রটাই আমি জপ করি । এই কথাটা বাবা কেন আমায় লিখে দিলেন?'' শ্রীমা বললেন - ''শ্রীশ্রীবাবাই তো সত্য-শিব-সুন্দর, তাই তিনি তোমায় নিজের পরিচয় দিলেন। ''

শ্রীশ্রীবাবা

প্রদীপভাইকে একথা বলে শ্রীশ্রীমায়ের তৃপ্তি হল না। রাতে জপ করতে এসে ভাবছেন, সত্যিই তো! শ্রীশ্রীবাবা কেন একথা ওনাকে বললেন? একথা চিন্তা করতে করতে শ্রীমায়ের জপ বিঘ্নিত হতে লাগল। একটু পরে শ্রীশ্রীবাবা এসে শ্রীমায়ের কাছে বসলেন। বললেন, ''ওদের মনে একটা প্রশ্ন সবসময় থেকে গিয়েছিল যে তুমি কে? তোমার বিষয়ে ওদের সঙ্গে আমার আলোচনা হত। তাই তখন আমার অন্তরে ধ্রুবাস্মৃতি আসায় আমি ওই কথাটা প্রদীপকে লিখে দিই।'' শ্রীমা জিজ্ঞাসা করলেন,''ওই কথা দিয়ে কি হবে? '' শ্রীশ্রীবাবা বললেন - ''রামচরিতমানস দেখ।'' শ্রীশ্রীমা গোস্বামী তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস খুলে দেখলেন! - গোস্বামী তুলসীদাসজীর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লেখা রয়েছে - ''ভগবানের নির্দেশে তুলসীদাসজী কাশীতে এসে তথায় ঁবাবা বিশ্বনাথ ও ঁমা অন্নপূর্ণাকে রামচরিতমানস শ্রবণ করান। রাত্রিবেলা পুস্তকটি ঁবাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে রেখে দিলে সকালবেলা যখন পুস্তকের আবরণ খোলা হল তখন দেখা গেল পুস্তকের ওপরে লেখা - 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' আর নীচে ঁবাবা বিশ্বনাথের স্বাক্ষর! সেই সময় উপস্থিত জনেরা 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এই ধ্বনিও শুনতে পায়!''

আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীসরোজবাবার পূর্ব-জন্মের বৃত্তান্ত বিষয়ে শ্রীশ্রীমা প্রায়শই বলতেন, ''তোমাদের 'বাবা' সন্ত 'তুলসীদাস' ছিলেন। সে জন্মেও আমি তাঁর স্ত্রী ও সহধর্মিণী 'রত্নাবলী' ছিলাম। তুলসীদাস পরে আর গৃহস্থী জীবন যাপন করেননি; কিন্তু রত্নাবলীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। রত্নাবলী তুলসীদাসের নিকট হতেই দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। গুরুজ্ঞানে রত্নাবলী তাঁর সেবাও করতেন। রত্নাবলীর অনুপ্রেরণায় তুলসীদাস পরবর্তীকালে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে 'পার্বতী মঙ্গল' ও 'বিনয় পত্রিকা' অন্যতম। আমার সাধনার সময় গোস্বামী তুলসীদাসজীর জীবনের অনেক ঘটনাই দর্শন হত।''

উপরিউক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই প্রমাণিত হয় যে সত্যই শ্রীশ্রীবাবা 'তুলসীদাস' ছিলেন। আমরা আমাদের এমন মহান আধ্যাত্ম জগতের শিরোমণি 'পিতা-মাতা'কে প্রাপ্ত হয়ে নিজের জীবনে ধন্য হয়েছি। সত্যমেব জয়তে। -

শ্রীশ্রীমায়ের কথায় - ''তুলসীদাসের জীবনে 'রত্নাবলী' একটি অনবদ্য চরিত্র। তুলসীদাসকে বিবেকজ্ঞান চৈতন্য দেবার মূলে হল 'রত্নাবলী'। কিন্তু যখন তুলসীদাস 'গোস্বামী' হলেন তখন রত্নাবলীকে পরিত্যাগ করলেন । রত্নাবলীর জীবনে দুঃখ এবং স্বামীর অভাব ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু অন্যভাবে মানসিক শান্তি ছিল নিশ্চয়ই। কারণ, তাঁর স্বামী যে জগৎ বরেণ্য সেই নীরব অহংকারে রত্নাবলী গর্বিত ছিল; এই স্বামী-গৌরবের গরিমাই সতীর বিশুদ্ধ অহংকার। সুখ-দুঃখের নাটক ধরাধামে অবতীর্ণ হলেই চলতে থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে সারাৎসার হল অন্তরের শান্তি! সে শান্তি তুলসীদাস রত্নাবলীকে দিতে পেরেছিলেন।''

—মাতৃচরণাশ্রিত ডাঃ বরুণ দত্ত